।। এখানে চললেও, ওখানে প্রক্‌সি চলবে না।।

শিশির কুমার নিয়োগী

আমাদের মাসিক সাহিত্যসভায় বৈচিত্র আনবার জন্যে
একজন নামকরা সাহিত্যিককে আনা হোল।
গাড়ি করে আনা নেয়া, তারপর ফুলের তোড়া,
এক বাকসো মিষ্টি,
ও সংগে একটা গিফ্‌ট, যেটা ওঁরা পেয়ে থাকেন।

এসেই সাহিত্যিক বললেন
তাঁকে তাড়াতাড়ি উঠতে হবে।
অন্য একটা জায়গায় খেপ আছে।
(খেপ কথাটা বন্ধুবর সুভাষ ঘোষের দেয়া)।
উদ্যোক্তারা হাত কচলিয়ে বললেন
''তা তো বটেই, তা তো বটেই।''

শুরু হল প্রধান অতিথির ভাষণ।
ওঁর একটা কবিতা পাঠ করলেন নিজেই।
তারপর আত্মজীবনী। সবশেষে স্ত্রীর স্মৃতি তর্পণ।

উদ্যোক্তারা বোকা বোকা মুখে বললেন
''আবার আসবেন একদিন।
আপনার বক্তব্য আমাদের মনে প্রচণ্ড দাগ কেটেছে।''

অনুষ্ঠান সভাপতি বললেন
''প্রধান অতিথি চলে যাচ্ছেন,
এবার আমাদের নিয়মিত পাঠ শুরু হোক।''
উপস্থিত সবাই একযোগে বেরিয়ে গেলেন,
প্রতিবাদে।

আকাট উদ্যোক্তারা তখনও বুঝতে পারেননি
প্রধান অতিথি নিজে আসতে পারেননি।
পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর বিশ্বস্ত ড্রাইভারকে।
(আইনস্টাইনের ড্রাইভারকে মনে আছে নিশ্চয়ই।)
সে কবির আধঘন্টার বক্তৃতা একটা মুখস্ত করে রেখেছে।
সেটাই আউড়ে দিয়েছে।

তাড়াতাড়ি উঠতে হবে তাকে।
কারণ (কবি বাড়িতে জামা কাপড় পরে বসে আছেন)
তাঁকে নিয়ে যেতে হবে একটা শ্রাদ্ধবাড়িতে।
স্বর্গতঃ এক ব্যবসাদারের জীবনীগ্রন্থ
রিলিজ করতে হবে কবিকে।
দক্ষিণা মোটামুটি ভালোই দেবে ওরা।
তাই কবিকে নিজেই যেতে হবে,
ওখানে ড্রাইভারের প্রক্‌সি চলবে না।

চর

বিশ্বজিৎ রায়

আয়নার ভেতর
ও কে বসে থাকে?
ও কার চর? কী টুকে রাখে চুপচাপ?

আলো ফিরিয়ে দেয়
বৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়,
শুধু কালো অন্ধকারটুকু শুষে
রেখে দেয় সিন্দুকে!

উচ্চ স্বরে আস্ফালন করে না
তীক্ষ্ণ ছুরি হাতে আক্রমণও করে না কখনো,
তবু ঐ চুপ
কাস্তের ফলার মতো চেয়ে থাকে
অসহ্য, ভয়ংকর
পাথর মেরে গুঁড়িয়ে দিতে ইচ্ছা করে—

জানি, ওকে টেনে, উপড়ে, ছিঁড়ে ফেললেও
ঠিক ঢুকে পড়বে, চুপ
এক বিম্ব থেকে আরেক বিম্বে
এক রহস্য থেকে আরেক রহস্যের ভেতর...